দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 SEP 1991 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

২

৩৪

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিএ পরীক্ষায় পাস করেছে শতকরা ৩০ জন। আর বিএসসি ও বিকম পরীক্ষায় পাস করেছে শতকরা ৪০ জন করে। পরীক্ষার এই ফলকে ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় বিএ পরীক্ষায় ফেলের হার ৭০ শতাংশ আর বিকম ও বিএসসিতে ফেলের হার ৬০ শতাংশ। এর অর্থ অর্ধেকেরও বেশির ভাগ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। পরীক্ষার এই ফলকে শুধু অসন্তোষজনক বললে কম বলা হবে। আসলে বলা উচিৎ হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু হতাশার খবর এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। আর তা হল এই যে, ১৮টি কলেজ থেকে কেউই গত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। অর্থাৎ এসব কলেজের সব পরীক্ষার্থীই ফেল করেছে।

তবে একথাও বলা যেতে পারে যে, গত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও তাতে কোন অভিনবত্ব নেই। গত কয়েক বছর ধরে দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার পাস-ফেলের এই অভিন্ন ট্রাডিশন অব্যাহত রয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার অকৃতকার্যদের এই হারের জন্য কে দায়ী? তারা এমন কি পরিস্থিতির শিকার, যার জন্য ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ছে না? কয়েক বছর আগে মনে করা হত যে, বিএতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পাঠ্যসূচী থাকাতেই ফেলের হার বেশি ছিল। ঐ বিষয়টি কয়েক বছর আগে পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও পরীক্ষার ফল আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠেনি। সেই আগের অবস্থাই বিরাজ করছে।

আমাদের মনে হয়, সমস্যাটি অন্যরকম। আর তা হলঃ কলেজগুলোতে পঠনপাঠনের পরিবেশটা নেই। রাজধানীসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, বইপুস্তক নেই। এমনকি কোন কোন কলেজে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ পর্যন্ত নেই। যেসব ডিগ্রী কলেজে সায়েন্স পড়ানো হয় সেগুলোর কোন কোনটায় ল্যাবরেটরী নেই। থাকলেও তা একেবারেই দীনহীন। আর পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ যে নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মফস্বল অঞ্চলের প্রায় সব কলেজেই এই অবস্থা। তবে মহানগরীর কোন কোন কলেজের অবস্থাও এর চাইতে ভালো নয়। সুতরাং কলেজগুলোতে যথারীতি পঠন-পাঠন হয় না। তাই পরীক্ষায় সন্তোষজনক বা ভাল ফল আশা করা যায় না।

এ অবস্থায়, আমাদের ধারণা এই যে, কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, বইপত্র, গবেষণাগার, ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি হবে, পঠন-পাঠনের অবকাশ সম্প্রসারিত হবে এবং তখন পরীক্ষার ফলও ভালো হবে। শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তি এখন কম আছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। প্রয়োজন মেধার বিকাশের এবং পড়াশুনার সার্বিক ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিবেশ।